সংক্ষিপ্ত

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

ইমাম আব্দুল আজিম মুনজিরি রহ.

সংক্ষিপ্ত

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ.

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রহ.
শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

সংযোজন

ড. সায়্যিদ বাকদাশ

অনুবাদ

আবদুল্লাহ মারুফ

নিরীক্ষণ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত কিছু তাসবিহ ও তাহলিলের আলোচনা.................. ১৩
লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠের ফজিলত...................১৯
সকাল-সন্ধ্যায় দুআ পাঠের উপকারিতা ২১
ঘুমানোর পূর্বে দুআ পড়ার ফজিলত এবং জিকির না করে ঘুমানোর পরিণাম ৪৭
ঘুম থেকে উঠে দুআ পড়ার ফজিলত ৫২
ফজর, আসর ও মাগরিব সালাতের পর দুআর প্রতি উৎসাহ............... ৫৩
দুঃস্বপ্ন দেখলে যে কাজ করা উচিত.. ৫৪
সদাসর্বদা পাঠ করার দুআ.. ৫৬
ফরজ সালাতের পরবর্তী মাসনুন দুআসমূহ ৫৭
রাতের বেলা ভয় পেলে যে-সব দুআ পড়বে.....................................৬১
মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এবং ঘরে প্রবেশের পর যে দুআ পড়বে.. ৬৩
সালাতসহ অন্যান্য ইবাদতে ওয়াসওয়াসা এলে যে দুআ পড়বে ৬৫
ইসতিগফারের ফজিলত ৬৭

অধ্যায় : দুআ ৭৩
অধিক পরিমাণে দুআ করার প্রতি উৎসাহ এবং দুআর ইহতিমাম করার ফজিলত ৭৩
সকল কাজের প্রারম্ভিকতায় যে-সব দুআ পড়তে হয় এবং ইসমে আজম সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনাসমূহ..৭৭
সিজদার দুআ, সালাত-পরবর্তী দুআ এবং মধ্যরাতে পড়ার দুআ ৮৩
দুআ কবুলে বিলম্ব হওয়ার কথা না-বলার তাগিদ........................... ৮৪
দুআর সময় আকাশের দিকে না-তাকানোর উপদেশ এবং গাফিল অবস্থায় দুআ করার পরিণাম... ৮৫
সন্তান, খাদিম, ধনসম্পদ ও নিজের জন্য বদ-দুআর বিষয়ে সতর্কবাণী ... ৮৭
অধিক পরিমাণে রাসুলের ওপর দুরুদপাঠের প্রতি উৎসাহ এবং রাসুলের নাম এলে দুরুদ না-পড়ার পরিণাম ৮৮

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় ৯৫
ব্যাবসাবাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে আয়রুজির উৎসাহ........................ ৯৫
প্রত্যুষে রিজিক অন্বেষনে বেরিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ এবং সকালের ঘুম প্রসঙ্গ ৯৫
হাটবাজার ইত্যাদিতে জিকিরের প্রতি উৎসাহ ৯৬
রিজিক অন্বেষণে মধ্যম পন্থা অবলম্বন এবং উত্তম উপায় গ্রহণের প্রতি উৎসাহ এবং সম্পদের লোভ ও ভালোবাসার প্রতি ভীতি প্রদর্শন.................. ৯৮
হালাল উপার্জন ও হালাল গ্রহণের উপদেশ এবং হারাম উপার্জন, গ্রহণ ও পরিধানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা..১০২
তাকওয়ার উপদেশ, সন্দেহযুক্ত ও মনে সন্দেহের উদ্রেককারী বিষয় থেকে নিষেধাজ্ঞা ১০৮
ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা ও সুন্দর পন্থায় দেনা-পাওনা মেটানোর আদেশ ১১৬
বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়ার ফজিলত ১১৯
ওজনে কম দেওয়ার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন.................................... ১১৯
ধোঁকা দেওয়া থেকে নিষেধ ও ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে কল্যাণকামিতার উপদেশ...১২০
সিন্ডিকেট করা থেকে হুঁশিয়ারি ১২৩
ব্যবসায়ীদের সততার তাগিদ এবং মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম থেকে নিষেধ ১২৪
দুই শরিকের একে অপরের খিয়ানত করা থেকে হুঁশিয়ারি.................১২৮
বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে মা ও সন্তানকে পৃথক করা থেকে হুঁশিয়ারি....... ১২৯
ঋণ থেকে বিশেষ হুঁশিয়ারি এবং পরিশোধের নিয়তে ঋণী ও বিবাহিত ব্যক্তি কর্তৃক ঋণগ্রহণ ও মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের প্রতি উৎসাহ............ ১৩০
ঋণ আদায়ে ধনীর টালবাহানা থেকে হুঁশিয়ারি এবং পাওনাদারকে সন্তুষ্ট করার প্রতি উৎসাহ...১৩৫
ঋণী, চিন্তাগ্রস্ত, বিপদে জর্জরিত ও অসচ্ছল ব্যক্তি যে-সব দুআ পাঠ করবে ১৩৬
মিথ্যা কসম থেকে হুঁশিয়ারি...১৪৬
সুদ ও জমি ইত্যাদি ছিনতাই বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন ১৫১
অহমিকা ও ধনাঢ্যতার কারণে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বিনির্মাণ ১৫৮
শ্রমিকের মূল্য না দেওয়া থেকে হুঁশিয়ারি এবং জলদি শ্রমমূল্য পরিশোধের নির্দেশ ১৬০
আল্লাহ ও মালিকের হক আদায়ের প্রতি উৎসাহ.........................১৬১

মালিকের কাছ থেকে গোলামের পলায়ন না-করার তাগিদ................ ১৬২
গোলাম আজাদ করার ফজিলত এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানানো ও বিক্রি করার পরিণাম.. ১৬৩
তিন ব্যক্তির ব্যাপারে হাদিসের হুঁশিয়ারি ১৬৫

অধ্যায় : বিবাহ.. ১৬৭
নজর নিচু করার প্রতি উৎসাহ এবং গায়রে মাহরাম নারীর সাথে নির্জনবাস ও স্পর্শ করার গুনাহ..১৬৭
বিয়ের প্রতি উৎসাহ—বিশেষত ধার্মিক ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীকে বিয়ে করা..১৭০
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর হক সঠিকভাবে আদায় করা, সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর হক আদায় করা, স্বামীর আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহ এবং স্বামীর মতের বিরোধিতা ও স্বামীকে রাগান্বিত করার গুনাহ ১৭৩
একাধিক স্ত্রীর মাঝে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের মাঝে সমতা রক্ষা না-করার ভয়াবহতা ১৮০
স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের হক নষ্ট করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ১৮২
সুন্দর নাম নির্বাচনের প্রতি উৎসাহ এবং অসুন্দর নাম বাছাই ও পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা ১৯১
অসুন্দর নাম পরিবর্তন করে রাখা... ১৯২
সন্তানকে পিতা ব্যতীত অন্য কারও সাথে সম্পৃক্ত করা এবং গোলামকে আসল মালিক ব্যতীত অন্য কারও সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সর্তকতা .১৯৩
নারী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতা ও গোলাম কর্তৃক মালিকের অবাধ্যতার ক্ষতিসমূহ ১৯৬
উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্বামীর কাছে তালাক চাওয়ার ভয়াবহতা ১৯৭
সাজগোজ করে এবং সুগন্ধি মেখে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া হতে হুঁশিয়ারি ১৯৭
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপন বিষয় ফাঁস করার গুনাহ ১৯৮

অধ্যায় : পোশাক ১৯৯
সাদা পোশাক পরিধান করার প্রতি উৎসাহ ১৯৯
কামিজ পরিধানের প্রতি উৎসাহ.. ১৯৯
লম্বা পোশাক পরিধান করে মাটিতে ঝুলিয়ে চলার ভয়াবহতা............. ২০০

নারীদের টাইটফিট ও পাতলা পোশাক পরিধান করার গুনাহ ২০৫
পুরুষের রেশমি কাপড় পরিধান ও রেশমি কাপড়ের ওপর বসা ও স্বর্ণালংকার পরিধানের গুনাহ, আর নারীদের এসব পরিধানের প্রতি উৎসাহ ২০৬
কথাবার্তা, চলাফেরা ইত্যাদিতে নারী কর্তৃক পুরুষের বেশভূষা ধারণ এবং পুরুষ কর্তৃক নারীর বেশভূষা ধারণের ভয়াবহতা..........................২১০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণে উন্নত পোশাক পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ এবং প্রসিদ্ধি ও অহংকারের পোশাক পরার গুনাহ.. ২১১
সাদা চুল রেখে দেওয়ার তাগিদ এবং উপড়ে ফেলার বিষয়ে সতর্কবাণী... ২১৬
চুলে কালো খেজাব ব্যবহার করার ভয়াবহতা.............................. ২১৭
সমাজের বিভিন্ন নারীদের বিষয়ে হাদিসের সতর্কবাণী...................... ২১৭
নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইসমিদ সুরমা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান..........২১৮

অধ্যায় : পানাহার...২২০
খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার তাগিদ এবং বিসমিল্লাহ না বলার ব্যাপারে সতর্কবাণী ২২০
খাবার শেষে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার তাগিদ......................২২৩
নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারে হুঁশিয়ারি.......... ২২৪
বাম হাতে পানাহার থেকে সতর্কীকরণ এবং খাবারে ফুঁ দেওয়া, পাত্রের মুখ দিয়ে পান করা থেকে বিরত থাকার তাগিদ................................ ২২৬
পাত্রের এক পাশ থেকে খাবার খাওয়ার উপদেশ...........................২২৮
সিরকা ও জাইতুন তেল খাওয়ার প্রতি উৎসাহ............................ ২৩০
একত্রে বসে খাওয়াদাওয়ার প্রতি উৎসাহ..................................২৩১
তৃপ্তি সহকারে খাওয়াদাওয়া ও বিভিন্ন পদের খাবারের বিষয়ে সতর্কতা ..২৩২
খাবারের আগে-পরে হাত ধোয়ার প্রতি উৎসাহ এবং হাত না ধুয়ে ঘুমানোর ব্যাপারে সর্তকতা ২৩৬
বরকত লাভের উদ্দেশ্যে হাত মোছার পূর্বে চেটেপুটে খাওয়ার উৎসাহ ...২৩৭
ওজর ব্যতীত দাওয়াত কবুল না-করার বিষয়ে সতর্কীকরণ, দাওয়াতকারীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আদেশ এবং অহংকারীর দাওয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা ২৩৮

অধ্যায় : বিচার-আচার ২৪২
রাষ্ট্রপরিচালনা ও বিচারের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা : বিশেষভাবে অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক দায়িত্ব পালন ২৪২
সকল কাজে ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার প্রতি উৎসাহ এবং প্রজাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার ও তাদের সাথে দেখা না-দেওয়ার ভয়াবহতা.................... ২৪৪
ঘুসদাতা ও গ্রহীতার বিষয়ে হাদিসের সতর্কবাণী............................২৪৮
অসহায়কে সাহায্য করার প্রতি উৎসাহ এবং জুলুম থেকে বারণে ও মজলুম ব্যক্তির দুআ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ.. ২৪৯
জালিমকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে... ২৫৪
জালিমের কাছে যাতায়াত না করার তাগিদ ২৫৫
বাতিল ব্যক্তিকে সাহায্য-সহযোগিতা করার বিষয়ে হাদিসের সতর্কবাণী.. ২৫৭
প্রজা, সন্তান, গোলাম—সর্বোপরি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়াবান হওয়ার উপদেশ এবং তার বিপরীত করা ও কারও ওপর জুলুম করার বিষয়ে সতর্কবাণী ২৫৮
প্রাণীর মুখে দাগ দেওয়া থেকে সতর্কবাণী ২৬৭
রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের উচিত নেককার সহযোগী ও বন্ধু নির্বাচন করা ২৬৯
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ...........................২৭০

অধ্যায় : হুদুদ তথা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি...................... ২৭২
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার প্রতি উৎসাহ এবং এর বিপরীত করার ভয়াবহতা ২৭২
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে আমল না করার ভয়াবহ পরিণাম..২৭৮
মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখার প্রতি উৎসাহ এবং মুসলমানকে অপমান করা ও দোষত্রুটি তালাশ না করার তাগিদ.................................. ২৭৯
হদ কায়েমের প্রতি উৎসাহ এবং শিথিলতা না করার তাগিদ ২৭৯
মদপান করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, মদ তৈরি, বহন করা ও উপার্জন খাওয়ার ভয়াবহতা এবং মদ ত্যাগ করা ও তাওবা করার প্রতি উৎসাহ............২৮১
জিনা—বিশেষত প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জিনা করা ও গিবত করার ভয়াবহতা এবং লজ্জাস্থান হিফাজত করার প্রতি উৎসাহ ২৮৯
কবিরা গুনাহসমূহ ২৯১
সমকামিতা, নারীর পেছনের রাস্তা ব্যবহার ও জানোয়ারের সাথে জিনা করার ভয়াবহতা ২৯৩

নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে সতর্কবাণী........................২৯৬
আত্মহত্যার ভয়াবহ গুনাহ..৩০০
দুই মুসলমানের সংঘাতময় স্থানে দর্শকের ভূমিকা পালন করার ভয়াবহতা৩০১
অপরাধী ও হত্যাকারীকে ক্ষমা করার প্রতি উৎসাহ...................... ৩০২
কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ও অপমান করার বিষয়ে সতর্কবাণী .. ৩০৬
সগিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া, গুনাহকে ছোটো মনে করা ও বারবার লিপ্ত
হওয়ার বিষয়ে সতর্কবাণী ৩০৬

অধ্যায় : কুরআন তিলাওয়াত...৩১২
কুরআন তিলাওয়াত, শেখা ও শেখানোর ফজিলত ৩১২
সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার প্রতি উৎসাহ.................................৩১৭
সুরা ফাতিহা পড়ার ফজিলত... ৩১৮
সুরা বাকারা ও আলি ইমরান পড়ার ফজিলত ৩১৯
আয়াতুল কুরসি পড়ার ফজিলত ৩২০
সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত ও শেষ ১০ আয়াত তিলাওয়াতের ফজিলত
....৩২২
সুরা ইয়াসিনের ফজিলত ৩২৩
সুরা মুলক পড়ার প্রতি উৎসাহ ৩২৩
সুরা তাকভির পড়ার ফজিলত ৩২৫
সুরা যিলযাল পড়ার ফজিলত ৩২৫
সুরা তাকাসুর পড়ার ফজিলত... ৩২৬
সুরা ইখলাছ পড়ার ফজিলত...৩২৭
সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ার ফজিলত ৩২৭

অধ্যায় : সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ৩২৯
পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ ও মৃত্যুর পর বাবা-মায়ের নিকটতম
বন্ধুদের সাথে উত্তম আচরণ ৩২৯
পিতামাতার অবাধ্যতার পরিণাম ৩৩২
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফজিলত ৩৩৩
ইয়াতিমের দায়ভার গ্রহণ, বিধবা ও দরিদ্র লোকদের দেখাশোনা......... ৩৩৭
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী ৩৩৮
নেককার লোকদের সাক্ষাৎ করা ৩৪১
মেহমানদারির প্রতি উৎসাহ.. ৩৪৩

ঘরের উপস্থিত খাবার মেহমানের সামনে পরিবেশনে লজ্জা না করা ৩৪৪
বৃক্ষরোপণ করার প্রতি উৎসাহ ৩৪৫
কৃপণতা থেকে সতর্কীকরণ ৩৪৫
দান করে ফিরিয়ে নেওয়ার কদর্যতা ৩৪৬
মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ ৩৪৭

অধ্যায় : শিষ্টাচার ৩৪৮
লজ্জাশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহ, অশ্লীলতা ও বাচালতা থেকে সতর্কতা ৩৪৮
উত্তম চরিত্রবান হওয়ার ফজিলত এবং অসৎ স্বভাব থেকে দূরে থাকার উপদেশ ৩৪৮
নরম আচরণ ও সহনশীলতার প্রতি উৎসাহ................................ ৩৫০
হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দরভাবে কথা বলার প্রতি উৎসাহ................৩৫২
অধিক পরিমাণে সালাম দেওয়ার ফজিলত এবং কারও সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অপছন্দনীয়তা ৩৫৫
দুই হাতে মুসাফাহা করার প্রতি উৎসাহ এবং হাতের ইশারায় সালাম দেওয়া ও কাফিরদের সালাম দেওয়া প্রসঙ্গ ৩৫৭
অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরে উঁকি দেওয়ার ভয়াবহতা..................... ৩৫৮
কারও গোপন কথা শোনার বিষয়ে সতর্কবাণী............................. ৩৫৮
একাকী থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান ৩৫৯
রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করার প্রতি উৎসাহ এবং রাগের সময় করণীয় ৩৬০
দুজন মুসলমানের কথা বন্ধ করে দেওয়া এবং একে অপরকে ঘৃণা করার ভয়াবহতা ৩৬১
কোনো মুসলমানকে কাফির বলে সম্বোধন করা........................... ৩৬৩
নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর প্রতি অভিসম্পাত করা, গালি দেওয়া, মোরগ, বাতাস ইত্যাদিকে গালাগাল করা নিষিদ্ধকরণ ও কোনো সতী নারী বা বাঁদিকে অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ.......................... ৩৬৩
যুগ বা সময়কে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ.. ৩৬৪
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো মুসলমানকে অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ভয় দেখানো নিষিদ্ধ ৩৬৫
মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার প্রতি উৎসাহ................... ৩৬৬
ওজরখাহি করা সত্ত্বেও ক্ষমা না-করার প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন ৩৬৬
চোগলখোরির প্রতি ভীতি প্রদর্শন ৩৬৭

গিবত, অপবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সতর্কবাণী এবং এগুলো পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ ৩৬৭
ভালো কথা ব্যতীত চুপ থাকার উপদেশ এবং অধিক কথা থেকে বিরত থাকার তাগিদ ৩৬৯
হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা ৩৭১
বিনয়ী হওয়ার ফজিলত এবং অহংকার ও গর্ব করা থেকে হুঁশিয়ারি ৩৭২
কোনো ফাসিক বা বিদআতিকে সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ৩৭৪
সত্য বলার প্রতি উৎসাহ এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকার তাগিদ ৩৭৪
দুই চেহারা ও দুমুখো হওয়ার ভয়াবহতা ৩৭৬
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনোকিছুর নামে কসম করা, বিশেষভাবে আমানতের কসম করা এবং ‘এমনটা না হলে আমি কাফির হয়ে যাব’ ইত্যাদি বলে কসম করার ভয়াবহতা ৩৭৬
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ৩৭৭
টিকটিকি হত্যার প্রতি উৎসাহ, সাপ ইত্যাদি বিষধর প্রাণীহত্যার বিষয়ে হাদিসের হুঁশিয়ারি ৩৭৮
আল্লাহর ভালোবাসার প্রতি উৎসাহ এবং খারাপ লোক ও বিদআতিদের ভালোবাসার প্রতি সতর্কবাণী ৩৮০
জাদুকর, গণক, জ্যোতিষ ইত্যাদি ব্যক্তিদের কাছে গমন করা এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা থেকে ভীতি প্রদর্শন ৩৮২
ঘরে পশুপাখির ছবি রাখার বিষয়ে সতর্কবাণী ৩৮৩
ছক্কা খেলা থেকে হুঁশিয়ারি ৩৮৬
উত্তম বন্ধুর সংস্পর্শ গ্রহণ করার উপদেশ এবং অসৎ বন্ধু থেকে দূরে থাকার তাগিদ ৩৮৬
শাম দেশে বসবাস করার ফজিলত ৩৮৮
ফাল নেওয়া থেকে হুঁশিয়ারি ৩৯০
পাহারা ও শিকার ছাড়া অন্য কারণে কুকুর লালনপালন থেকে হুঁশিয়ারি ৩৯০
একজন কিংবা দুজন মিলে সফর করা থেকে হুঁশিয়ারি ৩৯১
মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের একাকী সফর করা নিষিদ্ধ ৩৯২
সাওয়ারির পিঠে আরোহণ করার পর দুআ পড়ার ফজিলত ৩৯২
সফর ইত্যাদিতে কুকুর ও ঘণ্টা সাথে রাখার প্রতি নিরুৎসাহ ৩৯৩
রাতে সফর করার প্রতি উৎসাহ এবং শেষরাতে যাত্রাবিরতি দেওয়ার উপদেশ ৩৯৩

সফরে বাহনের সমস্যা হলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার উপদেশ ৩৯৪
সফরে মনজিলে অবতরণ করার পর যে দুআ পড়বে..................... ৩৯৫
অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুআ করার প্রতি উৎসাহ, বিশেষভাবে মুসাফির থাকা অবস্থায় ৩৯৫

অধ্যায় : তাওবা ও দুনিয়াবিমুখতা ৩৯৭
দ্রুত তাওবা করা এবং মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ ৩৯৭
অবসর সময়ে ইবাদত ও আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করার প্রতি উৎসাহ এবং দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে সতর্কীকরণ ৪০০
শেষ জমানায় অধিক পরিমাণে নেক আমল করার প্রতি উৎসাহ ৪০১
নেক আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার উপদেশ; যদিও তা কম হয়..... ৪০৩
দরিদ্রতার প্রতি উৎসাহ এবং ফকির-মিসকিনের ফজিলত................ ৪০৩
দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির গুণ অর্জন করার উপদেশ এবং দুনিয়ার ভালোবাসা, দুনিয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা; পানাহার ও জীবনযাপনে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ৪০৫
আল্লাহর ভয়ে অধিক পরিমাণে কাঁদার ফজিলত............................৪০৭
মৃত্যুর স্মরণ, ছোটো আশা লালন, দ্রুত ইবাদতে মনোনিবেশের উপদেশ এবং উত্তম আমল করার জন্য দীর্ঘ জীবন লাভ করার ফজিলত ও মৃত্যু কামনা করার ভয়াবহতা ৪০৮
অন্তরে আল্লাহর ভয় লালন করার ফজিলত ৪০৯
জান্নাতের তামান্না লালন এবং মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার উপদেশ..৪১০

অধ্যায় : কাফন-দাফন... ৪১১
আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার প্রতি উৎসাহ ৪১১
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যে দুআ পড়বে ৪১১
ধৈর্যধারণের উপদেশ, বিশেষভাবে নিজের অথবা সম্পদে বালামসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করার উপদেশ এবং রোগবালাই, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়া ও দৃষ্টিশক্তি হারানো ব্যক্তির ফজিলত................................ ৪১২
অসুস্থ ব্যক্তির নিকট পাঠ করার দুআ...৪১৩

নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত কিছু তাসবিহ ও তাহলিলের আলোচনা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ،

وفي روايةٍ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

وفي رواية الترمذي: أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

[৬০৪] উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, সকালে ফজরের সালাত শেষ করে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুয়াইরিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর থেকে বের হলেন। তখন জুয়াইরিয়াহ স্বীয় জায়নামাজে বসে ছিলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের পর ফিরে এলেন। তখনও জুয়াইরিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখানেই বসে ছিলেন।

এটি দেখে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এখনও সেই অবস্থায়ই রয়েছ? জুয়াইরিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কাছ থেকে

সমস্ত বস্তুর সমসংখ্যক। **লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ** শব্দটি ভবিষ্যতে যা-কিছু সৃষ্টি হবে, তারও সমসংখ্যক।[২]

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَنْصَارِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْمَلَّا، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الدُّعَاءِ خَيْرًا أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي؟، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُولَ فِي الصَّلَاةِ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَفَرَّدَ بِهِ: خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

[৬০৬] আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আমি সালাতে পড়ার জন্য কোন দুআটি উত্তম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একদা জিবরাইল আলাইহিস সালাম অবতরণ করে বললেন, সালাতে পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম দুআ হলো :

اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

উচ্চারণ: *‘আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু, ওয়া লাকাল মুলকু কুল্লুহু, ওয়া লাকাল খালকু কুল্লুহু, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউল আমরু কুল্লুহু। আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি, ওয়া আউজু বিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি।’*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার জন্য। সমস্ত রাজত্ব আপনার জন্য, এবং সকল সৃষ্টি আপনারই। আপনার দরবারে ফিরে আসে মানুষের সব বিষয়। আমরা

---

[২] সুনানু আবি দাউদ: ১৪৯৫, সুনানুত তিরমিজি: ৩৮৮৪, সহিহ ইবনু হিব্বান: ৮৩৭, হাদিসের মান: সহিহ; **জয়িফুত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৯৫৯, হাদিসের মান: জয়িফ। বর্ণনাকারি খুজাইমা মাজহুল। ইমাম জাহাবি বলেন, খুজাইমা মাজহুল, তার থেকে শুধু সাইদ ইবনু আবি হিলাল বর্ণনা করেছেন। সাইদ ইবনু আবি হিলাল সিকাহ হলেও কখনো কখনো তিনি ইখতিলাত করেছেন।**

সংক্ষিপ্ত

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম আব্দুল আজিম মুনজিরি রহ.

সংক্ষিপ্ত

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ.

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রহ.
শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

সংযোজন

ড. সায়িদ বাকদাশ

অনুবাদ

ইউসুফ আমিন

নিরীক্ষণ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২
ভূমিকা ১৬
অনুবাদকের কথা ২১
আত-তারগিব ওয়াত তারহিব সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমত ২৪
জয়িফ হাদিস : কিছু কথা ২৫

অধ্যায় : ইখলাস ২৯
বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি উৎসাহ ২৯
রিয়া (লৌকিকতা) থেকে সাবধান ৩৩

অধ্যায় : সুন্নাতের অনুসরণ ৪২
কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণে উৎসাহ, সুন্নাহ পরিত্যাগ ও বিদআত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ৪২

অধ্যায়: ইলম ও জ্ঞান ৫৩
ইলমে দীন শিক্ষা ও তার ফজিলত ৫৩
উলামায়ে কিরামের ফজিলত ৫৪
ইলম পৌঁছে দেওয়ার ফজিলত ৫৭
উলামায়ে কিরামের সম্মান করার উপদেশ ৫৯
ইলমে দীনের তলব, শেখা ও শেখানোর প্রতি উৎসাহ ৬২
জ্ঞানার্জনের জন্য সফর ৬৫
ইলমে দীন প্রচার-প্রসার করার প্রতি উৎসাহ ও গোপন করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন ৬৬
আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত জ্ঞানার্জনে ভীতি প্রদর্শন ৬৮
ইলমে দীন শেখার পর আমল না-করার ভয়াবহতা ৭০
নিজেকে জ্ঞানী দাবি করা, আত্মম্ভরিতা ও পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী ৭০

অধ্যায় : পবিত্রতা.. ৭৩
পথঘাট, গাছের ছায়া ইত্যাদি স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ............ ৭৩
গোসলখানা, পানি ও গর্তে প্রস্রাব করা থেকে সতর্কতা ৭৪
নাপাকি থেকে কাপড় পবিত্র রাখার নির্দেশ, অসতর্কতার পরিণাম ৭৫
বিনা কারণে ফরজ গোসল বিলম্বের প্রতি ভীতি প্রদর্শন ও দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ.. ৭৮
অজুর প্রতি গুরুত্ব ৭৮
অজুর শুরুতে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা ৮০
মিসওয়াক করার ফজিলত.. ৮১
ভালোভাবে অজু করার উপদেশ ৮২
আঙুল খিলাল করার প্রতি উৎসাহ ৮৯
ভালোভাবে অজু না-করা থেকে হুঁশিয়ারি.................................৮৯
অজু শেষে দুআ পড়ার ফজিলত ৯০
অজুর পর দু রাকআত নফল সালাত পড়ার প্রতি উৎসাহ.......................৯২

অধ্যায় : সালাত.. ৯৩
সালাত আদায়ের তাগিদ ও ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা ৯৩
আজান দেওয়ার প্রতি উৎসাহ ৯৬
আজানের জবাব ও পরবর্তী দুআ পাঠ করার তাগিদ ৯৮
ইকামত প্রসঙ্গ..৯৯
আজান ও ইকামতের মাঝখানে দুআ করা ১০০
বিনা কারণে আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ...............১০১
মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ.. ১০৩
পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত ১০৪
মসজিদে অধিক সময় অবস্থানের ফজিলত ১০৮
রসুন, পেঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে না-যাওয়া ১১০
নারীদের ঘরে থাকার প্রতি উৎসাহ এবং ঘর থেকে বের হলে হুঁশিয়ারি.....১১৩
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস স্থাপন ১১৪
ওয়াক্তের শুরুতে সালাত পড়ার ফজিলত..................................... ১১৯
জামাআতে সালাত পড়ার উৎসাহ এবং নিয়ত থাকা সত্ত্বেও জামাত না-পাওয়ার ফজিলত ১২১
মরুভূমির সফরে সালাতের প্রতি উৎসাহ...................................... ১২৪

ফজর ও ইশার সালাত জামাতে আদায়ের ফজিলত এবং ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা.. ১২৫
বিনা প্রয়োজনে জামাআত ছেড়ে দেওয়া থেকে হুঁশিয়ারি..................... ১২৭
নফল সালাতের প্রতি উৎসাহ.. ১৩০
এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষার ফজিলত ১৩১
ফজর ও আসরের সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত..............................১৩২
ফজর ও আসরের সালাতের পর জায়গায় বসে থাকার ফজিলত........... ১৩৩
ভালোভাবে ইমামতি করার তাগিদ এবং ব্যতিক্রম করার পরিণাম ১৩৬
মুসল্লিদের অসন্তুষ্টিতে ইমামতি করার ভয়াবহতা..............................১৩৭
সালাতের কাতারের বর্ণনা..১৩৭
মুসল্লিদের কষ্ট হলে পেছনে সরে আসার ফজিলত ১৪৩
আমিন বলা, সানা পড়া ও ধীরস্থিরে সালাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ........১৪৩
ইমামের আগে রুকু-সাজদা থেকে মাথা না-ওঠানো..........................১৪৬
রুকু-সাজদায় অলসতার ভয়াবহতা...১৪৮
সালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে না-তাকানো ১৫২
সালাতে এদিক-সেদিক না-তাকানো ১৫৩
সাজদার জায়গা থেকে পাথরকণা ও ধুলোবালি সরানো থেকে সতর্কতা.... ১৫৪
কোমরে হাত না-রাখার তাগিদ ১৫৫
সালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ভয়াবহতা ১৫৬
ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করা ও সময়মতো সালাত না-পড়ার পরিণাম...১৫৮

অধ্যায় : নফল সালাত.. ১৬১
দৈনিক বারো রাকআত নফল সালাতের ফজিলত............................. ১৬১
ফজরের দু রাকআত সুন্নত সালাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ১৬৩
জোহরের সুন্নতের ফজিলত...১৬৪
আসরের পূর্বে নফল সালাতের প্রতি উৎসাহ ১৬৫
মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাতের ফজিলত...................১৬৬
ইশার সুন্নতের ফজিলত ১৬৭
বিতর সালাতের ফজিলত এবং না-পড়ার ভয়াবহতা ১৬৮
শেষরাতে ওঠার নিয়তে ওজু সহকারে ঘুমানোর ফজিলত....................১৬৯
তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি উৎসাহ.. ১৭১
ঘুমচোখে সালাত ও কিরাআত না-পড়া ১৮০
রাতের অজিফা দিনে আদায়ের সুযোগ ১৮২

চাশতের সালাতের ফজিলত ১৮৩
সালাতুত তাসবিহর ফজিলত.. ১৮৬
তাওবার সালাতের ফজিলত ১৮৭
সালাতুল হাজাত পড়ার নিয়ম ও দুআ ১৮৮
ইসতিখারার সালাত আদায়ের প্রতি প্রতি উৎসাহ এবং না-পড়ার ভয়াবহতা ১৯৩
তিলাওয়াতে সাজদা আদায়ের তাগিদ ১৯৫

অধ্যায় : জুমআ ১৯৮
দ্রুত মসজিদে গমন, সালাত ও জুমাবারের বিশেষ ফজিলত..১৯৮
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি উৎসাহ.. ২০৬
জুমআয় দ্রুত গমনের প্রতি উৎসাহ ও ওজর ছাড়া দেরি করার পরিণাম ... ২০৮
মুসল্লিদের ঘাড় টপকে সামনে না-যাওয়া..২০৯
খুতবার সময় চুপ থাকা ২১০
বিনা কারণে জুমআ পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা.. ২১১
জুমআর রাত ও দিনের আমলসমূহ.. ২১৪

অধ্যায় : দান-সদকা ২১৫
জাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ.. ২১৫
স্বর্ণালংকারের জাকাত দেওয়ার নির্দেশ.. ২১৭
পুরুষের স্বর্ণালংকার না-পরা ২২০
তাকওয়ার সাথে জাকাত সংগ্রহ করা, বাড়াবাড়ি ও খিয়ানত না-করা....... ২২২
সমাজপতি না-হওয়ার তাগিদ.. ২২৪
ভিক্ষাবৃত্তি না-করা, আত্মসংবরণ, অল্পেতুষ্টি ও নিজের হাতে কামাই করার তাগিদ ২২৫
দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের সহায়তা.. ২৩৮
দাতার সন্তুষ্টি ছাড়া দান গ্রহণ না-করা ২৩৯
দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় কেউ কিছু দান করলে গ্রহণ করার উপদেশ, ধনী হলেও ফিরিয়ে না-দেওয়া ২৪০
আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়ায় ভয়াবহতা.................. ২৪১
দানসদকার প্রতি উৎসাহ.. ২৪২
গোপনে দান করার ফজিলত..২৪৮
স্ত্রী, নিকটাত্মীয় ও আজাদকৃত গোলামকে প্রথমে দান করার ফজিলত......২৫০

কর্জে হাসানা দেওয়ার ফজিলত.. ২৫১
অসচ্ছল ব্যক্তির ঋণ কমিয়ে দেওয়া ও সময় বাড়িয়ে দেওয়ার ফজিলত ২৫৩
ভালো কাজে খরচ করা ও কৃপণতা না-করা ২৫৫
স্বামীর অনুমতিক্রমে তার ধনসম্পদ থেকে দানসদকা করা ২৬০
মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতি উৎসাহ ২৬১
পানি, লবণ, আগুন দ্বারা সাহায্য না-করার ভয়াবহতা.......................২৬৬
ভালো কাজের কৃতজ্ঞতা আদায়, যথাযথ মূল্যায়ন ও দুআ করা ২৬৮

অধ্যায় : রোজা...২৬৯
রমজানের রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ২৬৯
বিনা কারণে রোজা না-রাখার ভয়াবহতা.. ২৭২
রমজানের ফরজ রোজা...২৭৩
নফল রোজা প্রসঙ্গ.. ২৭৭
শাওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত ২৭৭
আরাফার রোজা রাখার ফজিলত ২৭৮
হাজিদের আরাফার রোজা প্রসঙ্গ ২৮০
মহররম মাসের রোজার ফজিলত ২৮১
আশুরার রোজা ও ভালো খাবারদাবার..২৮১
শাবান মাসের রোজার ফজিলত...২৮৫
শবেবরাতে ইবাদতের বিশেষ ফজিলত ২৮৬
আইয়ামে বিজের রোজার ফজিলত ২৮৭
সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোজার ফজিলত..............................২৯০
বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারে রোজা রাখার ফজিলত ২৯০
স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা না-রাখা............................. ২৯৪
কষ্ট হলে সফরে রোজা না-রাখা ২৯৫
রোজার আদবসমূহ ২৯৯
খেজুর দিয়ে সাহরি ও ইফতার করার ফজিলত ৩০১
দ্রুত ইফতার ও শেষ সময়ে সাহরি খাওয়ার ফজিলত ৩০২
রোজাদারকে খাওয়ানোর ফজিলত ৩০৪
রোজা রেখে গিবত, মিথ্যা ও অশ্লীল কথা বলা থেকে বিরত থাকার উপদেশ
.... ৩০৪
শবে কদরে অধিক পরিমাণ নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহ.................. ৩০৬
ইতিকাফের ফজিলত..৩০৬
সদকাতুল ফিতর আদায়ের প্রতি উৎসাহ....................................... ৩০৭

অধ্যায় : ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহা ৩০৮
ইদরাতে ইবাদতের ফজিলত ৩০৮
কুরবানির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না-দেওয়ার ভয়াবহতা ৩০৮
উত্তম পদ্ধতিতে জবাই করা ৩০৯

অধ্যায় : হজ ও উমরা ৩১২
হজের ফজিলত ৩১২
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না-করার ভয়াবহতা ৩২১
হজ, উমরা ও জিহাদের ফজিলত ৩২২
হজ না-করা ধনীদের জন্য বদ দোয়া ৩২৩
নারীদের একবার হজ আদায়ের পর বাড়িতে থাকার নির্দেশ ৩২৪
হালাল মাল দ্বারা হজ ও উমরার প্রতি উৎসাহ ৩২৫
রমজান মাসে উমরা আদায়ের ফজিলত ৩২৭
নবিদের মতো হজ ৩২৯
উচ্চ আওয়াজে ইহরাম ও তালবিয়া-পাঠ ৩৩১
বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা ৩৩১
তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানি চুম্বন, মাকামে ইবরাহিম ও বায়তুল্লাহয় প্রবেশের ফজিলত ৩৩২
হাজরে আসওয়াদ ৩৩৪
জিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত ৩৩৮
আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান করার ফজিলত ৩৪১
পাথর নিক্ষেপের প্রতি উৎসাহ ৩৪৭
মাথা মুণ্ডানোর ফজিলত ৩৪৭
জমজমের পানির ফজিলত ৩৪৮
মসজিদুন নববি, বায়তুল মাকদিস ও মসজিদুল হারামে সালাতের ফজিলত ৩৪৯
মসজিদে কুবার ফজিলত ৩৫১
মৃত্যু পর্যন্ত মদিনায় বসবাসের দুআ করা ৩৫৩
মক্কা-মদিনার ফজিলত ৩৫৭

অধ্যায় : যুদ্ধ-জিহাদ ৩৬৬
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফজিলত ৩৬৬
গনিমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করার ভয়াবহতা ৩৭৫
মুজাহিদদের সহযোগিতার ফজিলত ৩৭৮

গাজি হওয়ার ফজিলত ৩৭৮
দীর্ঘসময় আল্লাহর রাস্তায় সীমানা পাহারা দেওয়ার প্রতি উৎসাহ............৩৭৯
আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার ফজিলত.................................... ৩৮১
জিহাদের নিয়তে ঘোড়া লালনপালনের প্রতি উৎসাহ ৩৮২
শাহাদাতের তামান্না বুকে লালন করার প্রতি উৎসাহ........................ ৩৮৫
যে-সব মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ৩৯৯
মহামারি-সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ৪০২
যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তির মৃত্যু.............................৪০৪
অস্ত্র চালানো শেখার গুরুত্ব এবং শেখার পর ভুলে যাওয়ার ভয়াবহতা ৪০৬
যুদ্ধ পরিত্যাগ করার শাস্তিসমূহ ৪০৯
সমুদ্রপথে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ.. ৪১১
যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার অশুভ পরিণাম........................... ৪১৪
গনিমতের মালে খিয়ানত করার ভয়াবহতা..................................... ৪১৭

অধ্যায় : জিকির.. ৪১৯

উঁচু বা নিম্ন আওয়াজে সর্বদা আল্লাহ তাআলার জিকির করার প্রতি উপদেশ এবং অধিক পরিমাণে জিকির না-করার ভয়াবহতা ৪১৯
জিকিরের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ ৪২৫
যে মজলিসে আল্লাহর জিকির ও রাসুলের ওপর দুরুদ পড়া হয় না, এমন মজলিসে বসতে অনুৎসাহ.. ৪২৯
মজলিসের ভুলত্রুটি মোচনকারী দুআর বর্ণনা ৪৩০
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠের ফজিলত ৪৩২
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু-এর ফজিলত............... ৪৩৫
সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পড়ার ফজিলত...৪৩৭

চূড়ান্ত সফলতা ও ব্যর্থতা। এজন্য সফলতার সোনালি সিঁড়ি ও ব্যর্থতার অন্ধকার কূপ সম্পর্কে তাকে অবগত হতে হয়, যেন চূড়ান্ত সফলতায় সে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। আর এখানেই তারগিব ও তারহিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বলা চলে, তারগিব ও তারহিবের বিকল্প নেই এখানে।

তারগিব ও তারহিব আমাদের জানিয়ে দেয়, কোন কাজের প্রতি ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে, এবং কোন কাজে আমাদের সফলতার দুয়ার খুলবে, অর্জিত হবে সাওয়াব। অনুরূপ জীবনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কেও সে আমাদের অবহিত করে।

শরিয়তের ভালো দিক, পাপকাজের অধ্যায়, উপদেশবাণী ও ধমক-সংবলিত হাদিস আমাদের জানতে হবে। মোটকথা, উৎসাহপ্রদান ও সতর্কবার্তা সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে।

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব

প্রায় ৮০০ বছর আগে রচিত কালজয়ী হাদিসের কিতাব আত-তারগিব ওয়াত তারহিব। প্রখ্যাত হাফিজুল হাদিস, বিখ্যাত মুহাদ্দিস জাকিউদ্দিন আব্দুল আজিম ইবনু আব্দুল কাওয়ি আল-মুনজিরি আশ-শাফিয়ি আশ-শামি আল-মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবটি রচনা করেছেন। রচনাকাল থেকে অদ্যাবধি শিক্ষিতসমাজে কিতাবটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। দাওয়াতের ময়দানে দায়িদের জন্য কিতাবটি অন্যতম উপায় ও সম্বল। এটি খুব সহজেই পাঠককের হৃদয়ে রেখাপাত করে। মন ও মনন, সর্বোপরি এর মাধ্যমে জীবন পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত শত শত। এটি সত্য-অনুসন্ধিৎসুদের পথ দেখায়। হাত ধরে পৌঁছে দেয় মহান রবের নিকটে। অন্তরে সঞ্চার করে খোদাভীতি এবং রাসুল-প্রেমের জোয়ার তোলে। মোটকথা, কিতাবটিতে রয়েছে হাদিসের বাহারি মণিমুক্তা ও মহামূল্যবান হীরে-জওহার।

অনূদিত *মুখতাসার তারগিব ও তারহিব*

আমাদের জীবনে তারগিব-তারহিব, আদব-আখলাক, আচার-আচরণ ও ইত্যাকার নানান বিষয়ে ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* কিতাবটি খুব বিখ্যাত একটি কিতাব। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে বাংলা ভাষায়ও কিতাবটির অনুবাদ সুসম্পন্ন হলো। আলহামদুলিল্লাহ।

এতে মোট ১২০০ (বারোশত) হাদিস রয়েছে। কিতাবটি হাতে পাওয়ার পর আমি (ইউসুফ আমিন) ও বন্ধুবর আবদুল্লাহ মারুফ মিলে অনুবাদের কাজে হাত দিই। আলহামদুলিল্লাহ কিতাবটি এখন পাঠকের সামনে। কেমন কাজ হয়েছে বিজ্ঞ

পাঠকবর্গ তা ভালো বলতে পারবেন। যদি বলি, কিতাবটি আমরা নিজেদের জন্য অনুবাদ করেছি, আমরা চেয়েছি নববি সিফাতে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে, তবে এতে অত্যুক্তি হবে না।

বলে রাখা ভালো, বরকতের জন্য আরবি ইবারতে আমরা পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছি। আর বাংলা ভাষায় সাবলীলতা ধরে রাখতে পূর্ণ সনদ পরিহার করে কেবল শেষজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা চেয়েছি দীর্ঘ সনদে যেন পাঠক ক্লান্তিবোধ না করেন।

কিতাবটিতে আমরা ইমাম মুনজিরি ও ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুমুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করেছি। এ ছাড়াও জয়িফ হাদিস-বিষয়ক একটি প্রবন্ধও সংযুক্ত করা হয়েছে। উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ হাফিজাহুল্লাহ-এর তাহকিককৃত দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত নুসখাকে আমরা অনুসরণ করেছি। তবে মাকতাবায়ে শামেলায় ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আত-তারহিব ওয়াত তারগিব* এবং শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব* ও *জয়িফুত তারগিব ওয়াত তারহিব* আমাদের সামনে ছিল।

আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিটি হাদিসে উল্লেখিত মুহাক্কিকদ্বয়ের পৃথক তাহকিক ও তাখরিজ তুলে ধরতে। সেক্ষেত্রে আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব* এবং *জয়িফুত তারগিব ওয়াত তারহিব*-এর নুসখাগুলোকে সামনে রাখার পাশাপাশি শাইখ শুআইব আরনাউতের যে-সব হাদিসের তাহকিক পাওয়া যায়, সেগুলোও উল্লেখ করেছি। (কারণ, শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ পৃথকভাবে *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* কিতাবের কোনো তাহকিক করেননি।) আর যেখানে শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ-এর তাহকিক নেই, সেখানে অন্য ইমামদের তাহকিক উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে শাইখ আলবানি রহ.-এর তাহকিক আমি (ইউসুফ আমিন) যুক্ত করেছি, আর বন্ধুবর মুস্তাফিজুর রহমান শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.-এর তাহকিক যুক্ত করেছেন।

সর্বশেষ বিনয়াবনত হয়ে আমরা বলতে চাই, কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবুও তো মানুষ ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। অতএব সম্মানিত পাঠকবর্গের দৃষ্টিতে কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

ইউসুফ আমিন
চরফ্যাশন, ভোলা
২০-০৯-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহর অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। শত অযোগ্যতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কাজটি শেষ করার তাওফিক দিলেন। শ্রদ্ধাবনত হয়ে আবারও তাই কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

মুখতাসার আত-তারগিব ওয়াত তারহিব কিতাবটি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। বড়ো বড়ো মনীষীদের কলমের আঁচড় অঙ্কিত রয়েছে এই কিতাবে। স্বয়ং লেখক ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ তো আছেনই, এরপরে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ কিতাবটিতে কাজ করেছেন। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-সহ মনীষীদের আরও অনেকেই কিতাবটিতে নিজের সম্পৃক্ততা যুক্ত করেছেন।

যদিও বাংলা ভাষায় মূল *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*-এর অনুবাদ ইতঃপূর্বে প্রকাশ হয়েছে, তবে আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *মুখতাসার*-এর অনুবাদ হয়নি, অথচ সংক্ষিপ্ত এই কিতাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরবদের কাছে এই সংক্ষেপণটির চাহিদাও খুব।

জামেয়া দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়ায় থাকাকালীন ইউসুফ আমিন ভাই আর আমি (আবদুল্লাহ মারুফ) কিতাবটির বঙ্গানুবাদ শুরু করেছিলাম। শুরুতে নিজে শেখা এবং হাদিসগুলো নিবিড়ভাবে পড়ার জন্যই বইটি পড়া শুরু করেছিলাম। বলা যায় নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্যই কাজটি আরম্ভ করা। এরপর তো পুরোটাই অনুবাদ করে ফেলা হলো!

তবে এই অনুবাদ-জার্নিটা অত সহজ ছিল না। বারোশত হাদিসের টাইপিং, অনুবাদ, তারপর তাখরিজের কাজ—সব মিলিয়ে আমাদের বেশ শ্রম দিতে হয়। এখানে একটি ‘গুমোর ফাঁস’ করি, আমি আরবি টাইপিং দু অক্ষরও পারতাম না কম্পিউটারে! মোবাইলে হাত চালু ছিল, কিন্তু কম্পিউটার বা ল্যাপটপের পাতায় লিখতেই পারতাম না। কিন্তু অনুবাদ শুরু করার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফুল টাইপিং শিখে অনেকগুলো হাদিসের আরবি অক্ষরও লিখে ফেলি দ্রুত! এখানে ছোট্টো এই উদাহরণটি বলার কারণ হলো, কাজটি শুরু করেছিলাম ভয়ে ভয়ে, কিন্তু এরপরে অনুভব করেছি অবারিত নুসরত ও বরকত...। আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদের কাজটি আরও আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমরা দারুল মাআরিফের বার্ষিক পরীক্ষার পর ছুটিতে আরও সপ্তাহখানেক মাদরাসায়ই

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমত

১. লেখকের বন্ধু ইমাম বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মদ হালাবি রাহিমাহুল্লাহ। লেখকের সাথে যার দীর্ঘদিনের ওঠাবসা। তিনি ভেতর-বাহিরের সবকিছু ভালোভাবে জানতেন। উজালাতুল ইমলা ফিত তারগিব ওয়াত তারহিব নামে চমৎকার একটি ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, আত-তারগিব ওয়াত তারগিব সংকলন ও বিন্যাসে চমৎকার একটি কিতাব। অনুপম পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খলভাবে কিতাবটি সাজানো হয়েছে। সম্ভবত এ বিষয়ে এটিই প্রথম কিতাব। এর নজির এখনও রচিত হয়নি।

২. ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত তারগিব-তারহিব কিতাবটি আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-বিষয়ক মহামূল্যবান একটি কিতাব।

অন্য জায়গায় তিনি বলেন, তারগিব-তারহিব কিতাবটি আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-বিষয়ক সমৃদ্ধ এবং পাঠকের জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মণিমুক্তা দ্বারা হাদিসের দামি অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন।

৩. শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কিরামের কাছে এটি অস্পষ্ট নয় যে, তারগিব-তারহিব কিতাবটি আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-সমৃদ্ধ একটি কিতাব। আল্লামা মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরিয়তের বিভিন্ন অধ্যায়ের তারগিব-তারহিব-বিষয়ক হাদিসগুলো জমা করেছেন। যেমন—ইলম, সালাত, ব্যবসায়, মোয়ামেলা, আখলাক-শিষ্টাচার, যুহদ, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি, যা প্রতিজন বক্তা, ইসলামিক স্কলার, খতিব, শিক্ষক এমনকি প্রতিটি মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কিতাবটি সাজিয়েছেন। আমি বলব, কিতাবটি তার নিজস্ব বিষয়বস্তুতে একক। উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে তুলনারহিত।

৪. উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব কিতাবটি সহজেই পাঠকের হৃদয়ে রেখাপাত করে যায়। এর মাধ্যমে মন ও মনন, এমনকি জীবন পরিবর্তন করার নজির অনেক। এটি সত্যান্বেষীদের পথ দেখায়, হাত ধরে নিয়ে যায় রবের দরজায়। অন্তরে সঞ্চার করে খোদাভীতি, রাসুল-প্রেমের জোয়ার তোলে হৃদয়ে। রাসুলের ভালোবাসায় হৃদয় পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে তারগিব-তারহিবের প্রসিদ্ধি যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান রয়েছে।

জয়িফ হাদিস : কিছু কথা

আল্লামা হাফিজ সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আভিধানিক অর্থে হাদিস শব্দটি কাদিম, তথা অবিনশ্বরের বিপরীত। আর পরিভাষায় হাদিস বলা হয়, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত; চাই তাঁর বক্তব্য হোক বা কর্ম, বা অনুমোদন, কিংবা গুণাবলি; এমনকি ঘুমন্ত বা জাগ্রত উভয় অবস্থায় তাঁর নড়াচড়া ও স্থিরতার সবই হলো হাদিস। [ফাতহুল মুগিস]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িন, তাবে তাবিয়িন ও মুহাদ্দিসিনে কিরামের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হাদিসের এই বিশাল ভান্ডার। উম্মতে মুসলিমার বরকতময় এই জামাতের যৌথ প্রচেষ্টায়, মুহাদ্দিসিনে কিরামের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণিত হয়েছে—সহিহ, সহিহ লি-গায়রিহি, হাসান, হাসান লি-গায়রিহি, জয়িফ, জয়িফ জিদ্দান ও মওজু ইত্যাদি পরিভাষাগুলো। এ বিষয়ে ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলো।

এক.

আমলের ভিত্তি হাদিসের মানের ওপর নির্ভরশীল। আর হাদিসের মাননির্ণয় হয় বর্ণনাকারী-সহ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। কেননা, শরিয়ত কর্তৃক হাদিসের মান নির্ধারণ করা নেই। শরিয়ত এটা বলে দেয়নি যে, অমুক শর্ত পাওয়া গেলে কোনো হাদিস সহিহ হবে আর না-পাওয়া গেলে দুর্বল হবে। এজন্য মুহাদ্দিসিনে কিরাম প্রতিটি হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। নিজস্ব গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বর্ণনাকারীদের ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

ভালো করে মনে রাখা দরকার, মুহাদ্দিসিনে কিরাম নিজস্ব গবেষণাপদ্ধতির অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তারা দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে হাদিসের ওপর হুকুম দিয়েছেন, বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে দুয়েক শব্দে মন্তব্য করেছেন। যেহেতু প্রত্যেকের মেধা ও জ্ঞানের পরিধি এক নয়, এবং গবেষণাপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন, তাই হাদিসের হুকুমে আমরা ভিন্নতা দেখতে পাই। দেখা যায়, একই হাদিস একজন মুহাদ্দিসের নিকট হাসান, তো আরেকজনের নিকট জয়িফ। অথবা একজন সহিহ বলেছেন, আরেকজন মতামত দিয়েছেন জয়িফ বা জয়িফ জিদ্দান বলে। তারগিব ও তারহিবের অনেক স্থানে আমরাও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হব।

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো একটি হাদিসকে একজন মুহাদ্দিস জয়িফ বললেই সকলের নিকট তা জয়িফ হয়ে যায় না। অন্যান্যদের গবেষণায় হাদিসটি সহিহ বা হাসানও নির্ণিত হতে পারে। সুতরাং এটি নিয়ে অতিবাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।

দুই.

হাদিসের সহিহ ও জয়িফ হওয়া যেমন ইমামদের কথার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, তেমনই হাদিসের ওপর আমলের বিষয়টিও তাদের মতামতের ওপরই ভিত্তি করে হবে। ইমামদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হবে হাদিসের তাতবিকি ময়দান, তথা প্রয়োগিক ক্ষেত্র। উলামায়ে কিরাম বলেন, সহিহ, সহিহ লি-গায়রিহি, হাসান ও হাসান লি-গায়রিহি এই মানের হাদিসসমূহ ফজিলতের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য তো বটেই, পাশাপাশি বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য। আর মওজু যেহেতু হাদিস নয়, তাই যোগ্য বা অযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মুহাদ্দিসিনে কিরাম শর্তসাপেক্ষে বিশেষ স্থানে জয়িফ হাদিস গ্রহণ করেছেন। আবার বহু জায়গায় বর্জনও করেছেন। গ্রহণ করার ক্ষেত্রগুলো হলো : তারগিব-তারগিব, আদব-শিষ্টাচার ও ফজিলত।

মোটাদাগে বললে শর্তগুলো হলো—

১. হাদিসটি ফাজায়েল-সংক্রান্ত ও তারগিব তারহিবের ক্ষেত্রে হতে হবে; হালাল-হারাম তথা শরিয়তের আহকাম ও আকিদার ক্ষেত্রে হতে পারবে না।

২. শরিয়তের কোনো উসুলের অধীনে হতে হবে।

৩. কোনো সহিহ হাদিসের বিপরীতে হতে পারবে না।

মোটামুটি এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে প্রায় সকল মুহাদ্দিস, এমনকি মরহুম আলবানি রাহিমাহুল্লাহও বলেন, জয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য। এজন্য দেখা যায়, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসিনে কিরামের যারা যুহদ, আদব, তারগিব-তারহিব বিষয়ে লিখেছেন, তারা সবাই এই মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

এমনকি আমরা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ-কেও একই পথে চলতে দেখি। তিনি সহিহুল বুখারি সংকলন করতে গিয়ে অনেক বেশি সতর্কতার কারণে বহু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিই যখন আবার যুহদ তথা আদাব-সম্পর্কিত কিতাব *আল-আদাবুল মুফরাদ* (বইটি আমাদের প্রকাশন থেকে দুই খণ্ডে অনূদিত হয়েছে) রচনা করেন, তখন অতটা সর্তকতা অবলম্বন করেননি। গভীরে গিয়ে প্রতিটি হাদিসকে যাচাই-বাছাই করেননি। ফলে তার *আল-আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে কিছু দুর্বল হাদিসও স্থান পেয়েছে।